**ভিশন ও মিশন**

**ভিশন, মিশন ও কোশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

**ভিশন**

অভয়নগর উপজেলায় মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার।

**মিশন**

মানবিক ,সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন সৃজনশীল, বিজ্ঞানমনষ্ক, দেশপ্রেমিক ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে নিবিড় একাডেমিক সুপারভিশন এবং শিক্ষকদের  জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ।

**কৌশলগত উদ্দেশ্য**

* সকল ছেলে ও মেয়ের জন্য বিনাখরচে (free) ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা;
* সকল নারী ও পুরুষের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা;
* শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা, প্রতিবন্ধি ও ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠীসহ ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীর জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;
* যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা;
* শিশু, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করা

**সামগ্রিক** **লক্ষ্য** **ও** **উদ্দেশ্য:**

* ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতি, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীর মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
* মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর (যেমন: ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, কর্তব্যরোথ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনপাপনের মাসসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।
* জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্মে পরস্পরায় সঞ্চালেনের ব্যবস্থা করা।
* শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুনাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।
* জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য ও নারীপুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসা¤প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
* বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী মাননিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবদান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।
* গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।
* মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিস্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
* শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
* জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি এবং সংশিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।
* দেশের আদিবাসী সহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।
* শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবহার করা।
* মাদক জাতীয় নেশা দ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।
* সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।